রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৮ সনের ২২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩১, ২০১৮

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৬৭—২৮১	৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
			৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	২৫
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৪৫—৬৬৭	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
			(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
			(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২৫—১২৮	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৭৭—৫০৩	(৬) . . . . . তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

অর্থ মন্ত্রণালয়

সঞ্চয় শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১১ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০১.১৪(অংশ-২).১২৯—The U.S. Dollar Premium Bond Rules, 2002; The U.S. Dollar Investment Bond Rules, 2002 এবং The Wage Earner Development Bond Rules, 1981 এর আওতায় অনিবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত বিদেশী নাগরিকত্ব গ্রহণকারীদের উপার্জিত ১ (এক) মিলিয়ন বা তদূর্ধ মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা দেশে বিনিয়োগকারীদের Commercially Important Person (CIP) নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকার এতদ্বারা নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করিল :

১। **শিরোনাম।**—এই নীতিমালা "ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড, ইউ.এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ও ইউ.এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ডে বিনিয়োগকারী এনআরবি-গণের সিআইপি হিসেবে নির্বাচন সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৮" হিসেবে অভিহিত হইবে।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

২। **বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি)-দের শ্রেণি বিন্যাস।**—বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনিবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত বিদেশী নাগরিক) অতঃপর সিআইপি বলিয়া উল্লিখিত, নির্বাচনের শ্রেণি বিন্যাস হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

ক্রমিক নং	নির্বাচনের শ্রেণি বিন্যাস
(১)	ইউ.এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এর ক্ষেত্রে ১ (এক) মিলিয়ন বা তদূর্ধ মার্কিন ডলার বিনিয়োগকারী
(২)	ইউ.এস. ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এর ক্ষেত্রে ১ (এক) মিলিয়ন বা তদূর্ধ মার্কিন ডলার বিনিয়োগকারী
(৩)	ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড এর ক্ষেত্রে ৮০ মিলিয়ন (আট কোটি) টাকা বা তদূর্ধ টাকা বিনিয়োগকারী

৩। **এক পঞ্জিকা বৎসরের জন্য সিআইপি নির্বাচনের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।**—(ক) যোগ্যতা : ইউ.এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড রুলস, ২০০২ এর বিধি-১৪(৪) ; ইউ.এস. ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড রুলস, ২০০২ এর বিধি-১৪ অনুযায়ী ১ (এক) মিলিয়ন বা তদুর্ধ্ব পরিমাণ মার্কিন ডলার বিনিয়োগকারীগণ এবং ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড রুলস, ১৯৮১ (সংশোধিত ২০১১) এর বিধি-১৪(৪) অনুযায়ী ৮০ মিলিয়ন (আট কোটি) টাকা বা তদূর্দ্ধ পরিমাণ টাকা বিনিয়োগকারীগণ সিআইপি নির্বাচনের জন্য সিনিয়র সচিব/সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে সরকার নির্ধারিত নীতিমালায় পরিশিষ্ট 'ক' ফরমে আবেদন করিবেন।

(খ) অযোগ্যতা :

(১) ঋণ খেলাপীগণ, কর খেলাপীগণ ও এন্ট্রি মানি লন্ডারিংকারীগণ সিআইপি (ইউ.এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউ.এস. ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ও ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগকারী) নির্বাচনের জন্য বিবেচিত হইবেন না: আবেদনকারীগণ ঋণ খেলাপী ও কর খেলাপী ও এন্ট্রি মানি লন্ডারিং এর সাথে জড়িত কি-না বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তা নিশ্চিত করিবে। সিআইপি নির্বাচনের পর কেউ ঋণ খেলাপী ও কর খেলাপী হইলে, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সিআইপি মর্যাদা হারাইবেন;

(২) কোন সিআইপি কোন ফৌজদারী অপরাধের জন্য কোন ট্রাইব্যুনাল বা আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হইলে এবং সাজা ভোগ করিবার পর অন্যূন ৫ (পাঁচ) বছর অতিবাহিত না হইলে সিআইপি নির্বাচনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না;

(৩) সিআইপি হিসেবে আবেদনকারী ভুল/মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে এবং উহা প্রমাণিত হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং ঐ আবেদনকারী পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর সিআইপি নির্বাচনের জন্য আবেদন করিতে পরিবেন না। ইহা ছাড়া সিআইপি নির্বাচিত হওয়ার পর তৎকর্তৃক প্রদত্ত তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হইলে তাহার মনোনয়ন বাতিল করা হইবে;

(৪) সিআইপি আবেদনপত্রে আবেদকারীকে তার TIN নম্বর, সংশ্লিষ্ট কর বৎসরের আয়কর রিটার্ণের প্রত্যয়নপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), NID নম্বর, তাহার পিতা ও মাতার পূর্ণ নাম উল্লেখ করিতে হইবে এবং ইহাতে কোন অবস্থাতেই সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার করা যাইবে না। কোন প্রকার সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার করিলে (যেমন-আবুল বাশার মোঃ জাহাঙ্গীর এর পরিবর্তে এ.বি.এম জাহাঙ্গীর লিখলে) তাহার আবেদনপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;

(৫) নতুন আবেদনকারী সিআইপি কার্ড নবায়নের জন্য আবেদনকারীগণ সিআইপি নির্বাচনের জন্য ক্যালেন্ডারে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফরম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র দাখিল করিবেন;

(৬) সিআইপি তালিকা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের বাছাই কমিটির (অনুচ্ছেদ-৪ দ্রষ্টব্য) সুপারিশসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করার পর নতুন কোন আবেদনপত্র বিবেচনা করা হইবে না।

৪। **সিআইপি নির্বাচন প্রক্রিয়া:** সিআইপি নির্বাচন প্রক্রিয়া অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ২ (দুই) টি কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করিবে :

(ক) প্রাথমিক বাছাই কমিটি।—

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ নিম্নোক্ত কমিটির মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে সিআইপি বাছাই করিবে :

(১) যুগ্ম সচিব (সঞ্চয়), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ— সভাপতি

(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্ম-পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি— সদস্য

(৩) উপ-পরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর— সদস্য

(৪) উপ-সচিব (সঞ্চয়), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ— সদস্য-সচিব

প্রাথমিক বাছাই কমিটি প্রাপ্ত আবেদন পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক তালিকা প্রস্তুত করে ক্ষেত্রমতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত প্রেরণ করিবে।

(খ) চূড়ান্ত বাছাই কমিটি।—অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ নিম্নোক্ত কমিটির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে সিআইপি বাছাই করিবে :

(১) অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব (সঞ্চয়), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ—		সভাপতি
(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্ম-পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি—		সদস্য
(৩) পরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর—		সদস্য
(৪) প্রথম সচিব (কর), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড—		সদস্য
(৫) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	উপসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়।	সদস্য
(৬) জননিরাপত্তা বিভাগের একজন প্রতিনিধি		সদস্য
(৭) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি		সদস্য
(৮) শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি		সদস্য
(৯) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি		সদস্য
(১০) উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (সঞ্চয়), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ		সদস্য-সচিব

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা হতে মন্তব্য/তথ্যাদি পাবার পর চূড়ান্ত বাছাই কমিটি সিআইপি নির্বাচনের জন্য তালিকা প্রণয়ন করিয়া বিবেচনার জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করিবে।

৫। **সিআইপি নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাবলী।**—

(১) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশের ভিত্তিতে সিআইপি নির্বাচন করা হইবে;

(২) একই ব্যক্তি ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এবং ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সিআইপি নির্বাচনের জন্য বিবেচিত হইলে বাছাই কমিটি যে কোন একটি বন্ডের বিনিয়োগ বিবেচনায় তাহাকে সিআইপি নির্বাচনের জন্য মনোনীত করিবেন;

(৩) এই নীতিমালার আওতায় কোন বিনিয়োগকারী সিআইপি নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁহার ক্রয়কৃত বন্ডের অংশ বিশেষ বা সমুদয় বন্ড নগদায়নের কারণে বিনিয়োগের সীমা ১ (এক) মিলিয়ন মার্কিন ডলারের নীচে নামিয়া গেলে নামিয়া যাইবার তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাস পর তাঁহার সিআইপি সুবিধা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;

(৪) সিআইপিগণ প্রদত্ত সুবিধাদি তাঁদের বিনিয়োগ বিদ্যমান থাকা সাপেক্ষে এক বছরের জন্য বহাল থাকিবে; এবং

(৫) সিআইপি কার্ডের মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হইবার পর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সিআইপি কার্ড অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে জমা প্রদান করিতে হইবে;

(৬) অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নির্বাচিত সিআইপি একই সময়ে এই বিভাগের সিআইপি হিসেবে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

৬। **সিআইপি-গণের নাম বাংলাদেশ সরকারি গেজেট ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ।**—এই নীতিমালার আওতায় ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এবং ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগকারীগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত সিআইপি-গণের তালিকা অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে এবং এ বিভাগের ওয়েব সাইট (www.ird.gov.bd) এ সিআইপি কর্নারে নির্বাচিত/নবায়নকৃত সিআইপিদের নাম ও ছবি প্রকাশ করা হইবে।

৭। **সিআইপি নির্বাচন ক্যালেন্ডার।**—নিম্নলিখিত ক্যালেন্ডার মোতাবেক নতুন সিআইপি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সময়সূচী
(১)	ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ও ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ডে ১ (এক) মিলিয়ন মার্কিন এবং ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে ৮ (আট) কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগকারীগণের তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সংগ্রহ করা।	১৬ আগস্ট হতে ১৫ সেপ্টেম্বর

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সময়সূচী
(২)	বাংলাদেশ ব্যাংক এর তালিকা অনুযায়ী বিনিয়োগকারীগণের নিকট হতে দরখাস্ত আহবান ও গ্রহণ।	১৬ সেপ্টেম্বর হতে ৩০ সেপ্টেম্বর
(৩)	বিনিয়োগকারীগণের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই বাছাইয়ের জন্য প্রাথমিক বাছাই কমিটির সভা।	১ অক্টোবর হতে ১৫ অক্টোবর
(৪)	জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ছাড়পত্র/অনাপত্তি।	১৬ অক্টোবর হতে ১৫ নভেম্বর
(৫)	মাননীয় অর্থমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিআইপি নির্বাচন কমিটিতে উপস্থাপন।	১৬ নভেম্বর হতে ৩০ নভেম্বর
(৬)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যক্রম।	০১ ডিসেম্বর হতে ৩১ ডিসেম্বর
(৭)	প্রজ্ঞাপন জারি ও সিআইপি কার্ড বিতরণ।	০১ জানুয়ারি হতে ১৫ জানুয়ারি

৮। **সিআইপি কার্ড নবায়ন।**—(ক) সিআইপি কার্ডের মেয়াদ শেষে সংশ্লিষ্ট সিআইপিগণের ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এবং ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ অব্যাহত থাকার প্রেক্ষিতে সিআইপি কার্ড নবায়নের আবেদন করিলে সেক্ষেত্রে এই কার্ড নবায়নের ক্ষেত্রে নতুন সিআইপি নির্বাচন সংক্রান্ত একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হইবে।

(খ) সিআইপি কার্ড নবায়ন ক্যালেন্ডার।—নিম্নলিখিত ক্যালেন্ডার মোতাবেক সিআইপি কার্ড নবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সময়সূচী
(১)	ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ও ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ডে ১ (এক) মিলিয়ন মার্কিন এবং ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ডে ৮ (আট) কোটি টাকা বা তদূর্ধ পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগকারীগণ সিআইপি কার্ড নবায়নের আবেদন।	১ সেপ্টেম্বর হতে ৩০ সেপ্টেম্বর
(২)	বিনিয়োগকারীগণের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই বাছাইয়ের জন্য প্রাথমিক বাছাই কমিটির সভা।	১ অক্টোবর হতে ১৫ অক্টোবর
(৩)	সিআইপি কার্ড নবায়নের জন্য আবেদনকৃতদের বন্ডে বিনিয়োগের স্থিতি বাংলাদেশ ব্যাংক হতে যাচাই।	১৬ অক্টোবর হতে ৩১ অক্টোবর
(৪)	জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ছাড়পত্র/অনাপত্তি।	১ নভেম্বর হতে ৩০ নভেম্বর
(৫)	মাননীয় অর্থমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ।	১ ডিসেম্বর হতে ৩১ ডিসেম্বর
(৬)	প্রজ্ঞাপন জারি ও সিআইপি কার্ড বিতরণ।	১ জানুয়ারি হতে ২৫ জানুয়ারি

৯। **সিআইপি সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা।**—নির্বাচিত সিআইপিগণ নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা পাইবেন :

(১) ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এবং ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগকারীগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত সিআইপিগণ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক সরকার অনুমোদিত পরিচয়পত্র প্রদান করা হইবে;

(২) সিআইপিগণ সিআইপি কার্ডের মেয়াদকাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রবেশের জন্য প্রবেশপত্র ও গাড়ির স্টিকার পাইবেন;

(৩) সিআইপিগণ বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান ও সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস উপলক্ষে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হইবেন এবং সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(৪) সিআইপি-দের ভ্রমণে বিমান, রেলপথ, সড়ক ও জলপথে সরকারি যানবাহনে আসন সংরক্ষণে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(৫) একজন সিআইপি'র বিদেশ ভ্রমণের জন্য ভিসা প্রাপ্তির নিমিত্তে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের অনুসৃত নিয়মনীতি প্রতিপালন করে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসকে Letter of Introduction ইস্যুর ব্যবস্থা নিবে;

(৬) সিআইপিগণ তাঁহাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও নিজের চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালের কেবিন সুবিধা প্রাপ্তিতে অগ্রধিকার পাইবেন; এবং

(৭) সিআইপিগণ বিমান বন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার এবং স্পেশাল হ্যান্ডলিং এর সুবিধা পাইবেন।

১০। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে সরকার যে কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত সিআইপি সুবিধাদি প্রত্যাহার করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে।

১১। এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি
সিনিয়র সচিব।

পরিশিষ্ট-ক

পাসপোর্ট সাইজের ছবি ৩ কপি

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) আবেদন ফরম

(১)	আবেদনকারীর নাম	ঃ	
(২)	পিতা/স্বামীর নাম	ঃ	
(৩)	মাতার নাম	ঃ	
(৪)	ঠিকানা	ঃ	
	ক. বৈদেশিক	ঃ	
	খ. স্থায়ী	ঃ	
	গ. বর্তমান	ঃ	
(৫)	মোবাইল/টেলিফোন নম্বর	ঃ	
(৬)	ই-মেইল আইডি	ঃ	
(৭)	ক্রয়কৃত বন্ডের নাম	ঃ	
(৮)	ক্রয়কৃত বন্ডের মুদ্রার মান (দেশীয়/ডলার)	ঃ	
(৯)	বন্ড ক্রয়কৃত ব্যাংকের নাম ও প্রত্যয়নপত্র (কপি সংযুক্ত করতে হবে)	ঃ	
(১০)	টিআইএন নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ঃ	
(১১)	ইনকাম ট্যাক্স সার্টিফিকেট (সাম্প্রতিক)	ঃ	
(১২)	সরকারের অন্য কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক সিআইপি নির্বাচিত হয়েছেন কিনা	ঃ	
(১৩)	এনআইডি/পাসপোর্ট নম্বর (কপি সংযুক্ত করতে হবে)	ঃ	

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বিশেষ আদেশ

তারিখ : ১০ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ১৪৭/২০১৮/কাস্টমস/১৫০—

বিষয় : **সামিট এ্যালায়েন্স পোর্ট লিঃ এর মুক্তারপুরস্থ ইনল্যান্ড ওয়াটার কন্টেইনার টার্মিনাল (IWCT) এ সকল প্রকার আমদানিতব্য পণ্যের কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও আনস্টাফিং এর আবেদন।**

সূত্র: সামিট এ্যালায়েন্স পোর্ট লিঃ এর ২৮-০১-২০১৮ তারিখের পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। সূত্রোক্ত পত্রটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে, The Customs Act, 1969 এর Section-9 (c) এবং Section-219 B এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান Summit Alliance Port Ltd (SAPL) কর্তৃক মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুরে স্থাপিত Inland Water Container Terminal (IWCT) কর্তৃক বিপদজনক পণ্য [Dangerous Goods (DG), International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জারীকৃত International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code অনুযায়ী ঘোষিত)] ব্যতীত সকল আমদানি পণ্যের কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও আনস্টাফিং এর ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো।

৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিশেষ আদেশ নং-১৮৯/২০১৭/কাস্টমস/৪৭৩, তারিখ: ২৯-১০-২০১৭ এবং আদেশ নং-৩(১)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৬/১১, তারিখ: ২১-০৪-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ এতদ্বারা বাতিল করা হল।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস রপ্তানি ও বন্ড)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ : ০৬ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২০ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং আর-৬/৭এন-১০/২০১৮-১১০—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঝালকাঠি জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ মোবাশ্বের আলী ভূঁইয়া, পিতা-মোঃ তানজের আলী ভূইয়া-কে, সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ১৪ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৮ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং আর-৬/৭এন-১১/২০১৮-১২৫—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব আরমানুল হাসান, পিতা-এস. এম কামাল-কে, সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ১৮ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০১ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং আর-৬/৭এন-০৯/২০১৮-১২৬—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে কুমিল্লা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব কাজী মফিজুল ইসলাম, পিতা-মরহুম কাজী আবদুল করিম-কে, সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহেল আহমেদ
উপসচিব (প্রশাসন-২)।

বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ২১ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং বিচার-৭/২এন-১০/২০০৫(অংশ-২)-১৯৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, পিতা-মোঃ বজলুল হক, মাতা-মৃত ফেরদাউছ আরা বেগম, গ্রাম-দূর্গাপুর, ডাকঘর-দূর্গাপুর, উপজেলা-বেগমগঞ্জ, জেলা-নোয়াখালী এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার ১১ নং দূর্গাপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতিবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ চৈত্র ১৪২৪ বঃ/১২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ

নং ২৫.০১৮.০০৫.০০২.০০.০০৬.২০১৬/১৫০—যেহেতু, জনাব মোঃ তানভীর ইকবাল, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় ১০ (দশ) দিনের অর্জিত ছুটির জন্য ১১-১২-২০১৪ তারিখ আবেদন করেন। কিন্তু ছুটি মঞ্জুর না হওয়া সত্বেও কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কমস্থলে অনুপস্থিত থাকায় গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৮-১০-২০১৫ তারিখ তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি কোন জবাব দাখিল করেননি এবং অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। সে কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (বি) ও (সি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী রেজিস্টার্ড ইউথ এডি যোগে অভিযুক্তের স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়:

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর কোন জবাব দাখিল করেননি এবং ডাক বিভাগ হতে অভিযুক্তের ঠিকানায় প্রেরিত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী "প্রাপককে খুজিয়া না পাওয়ায় ফেরত" মন্তব্যসহ ফেরত পাওয়া যায়। ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ লোকমান হোসেন (পরিচিতি নম্বর-১৫৫৪৩), সিনিয়র সহকারী সচিব গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ১২-১২-২০১৬ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আণীত "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে মতামত প্রদান করা হয়। অতঃপর অভিযুক্তকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব দাখিল করেননি। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ডি) অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কনসালটেশন রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর প্রবিধান ৬ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশন-কে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন হতে "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করা হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ডি) অনুযায়ী জনাব মোঃ তানভীর ইকবাল-কে "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করার গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মাহমান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ তানভীর ইকবাল-কে "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ তানভীর ইকবাল, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (বি) ও (সি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর (৩) এর (ডি) অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-জামস

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৭ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১০ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০০৭.৯৯(অংশ-৫)-১৬—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০ ধারার (৩) উপধারা (১) (ঘ) (ঙ) ও (ছ) মোতাবেক জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার রাজবাড়ী জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো :

চেয়ারম্যান

(১) মিসেস তানিয়া সুলতানা কংকন, স্বামী: অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা চৌধুরী।

সদস্যবৃন্দ

(২) মিসেস শারমিন সুলতানা ডলি, স্বামী: জনাব মোর্তজা আহম্মদ।

(৩) মিসেস হাজেরা হাকিম, স্বামী: জনাব মোঃ হাকিম আলী বিশ্বাস।

(৪) মিসেস নাসিমা হালিম, স্বামী: জনাব আবুল কাসেম।

(৫) মিসেস জেরীন খন্দোকার খুশবু, স্বামী: এডঃ জাহিদ হোসেন।

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১ নং ক্রমিকের মিসেস তানিয়া সুলতানা কংকন উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। উল্লেখ্য যে, গত ১২-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০০৭.৯৯(অংশ-৫)-৬ নং স্মারকের আদেশটি নির্দেশক্রমে বাতিল করা হলো।

৪। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রনি চাকমা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ চৈত্র ১৪২৪বঃ/২০ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ

নং ৩৭.০০.০০০০.০০৬৮.২৭.০১১.১৭-১৬৭—যেহেতু, বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব আবু বকর মজুমদার, সহযোগী অধ্যাপক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি), সরকারি ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কলেজ, ভোলা এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়:

যেহেতু, তিনি নোটিশের জবাব প্রদান করেন। জবাব সন্তোষজনক না হওয়া বিধি অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদন্তে তার স্ত্রী মিসেস আমেনা বেগম-কে নিবন্ধনহীন অবস্থায় অস্থায়ীভাবে চট্টগ্রাম মডেল স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক (রসায়ন) পদে নিয়োগের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হওয়ায় তাকে বেতন স্কেলের নিম্নধাপে অবনমিতকরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব আবু বকর মজুমদার, সহযোগী অধ্যাপক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি), সরকারি ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কলেজ, ভোলা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) বিধি অনুযায়ী তার বেতন স্কেলের নিম্নধাপে অবনমিতকরণ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব।

অফিস আদেশ

তারিখ : ১৩ চৈত্র ১৪২৪ বঃ/২৭ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০০১.১৮-১৭৩—যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (১৩২৫৮), সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা), ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সরকারি মহিলা কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর বিরুদ্ধে তার স্ত্রী কর্তৃক নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইবুনাল, ঢাকা এর খিলগাঁও থানার মামলা নং-৩৪, তারিখ: ১৩-০৯-২০১৭ এবং বর্তমান মামলা নং-১৭১/২০১৮ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী/২০০৩) এর ১১(গ) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে ১৯-০৩-২০১৮ তারিখে বিজ্ঞ বিচারক তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করেছেন;

যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন-কে বি.এস.আর (পার্ট-১) এর ৭৩ বিধি এর নোট-২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম নং-ED (Reg.VII) S-১২৩/৭৮-১১৫(৫০০), তারিখ ২১ নভেম্বর ১৯৭৮ মোতাবেক ১৯-০৩-২০১৮ তারিখ হতে ভূতাপেক্ষভাবে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা প্রয়োজন;

সেহেতু, জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন-কে বি.এস.আর (পার্ট-১) এর ৭৩ বিধি এর নোট-২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম নং-ED (Reg.VII) S-১২৩/৭৮-১১৫(৫০০), তারিখ ২১ নভেম্বর ১৯৭৮ অনুযায়ী ১৯-০৩-২০১৮ তারিখ থেকে ভূতাপেক্ষভাবে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। প্রচলিত নিয়মে তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন খোরপোষ ভাতা পাবেন।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত]

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৫ শাখা

আদেশ

তারিখ : ২৯ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৩ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ২৬.০০.০০০০.০৯০.০১১.১৭.১৫-৯০—বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন নবগঠিত বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এর রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নিম্নোক্ত ৭৩ (তিয়াত্তর) টি পদ সৃজনে নির্দেশক্রমে সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি :

ক্রমিক নং	পদের নাম	সৃজিত পদ সংখ্যা	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বেতন স্কেল (জাঃ বেঃ স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী)	মন্তব্য
১।	সচিব	০১ (এক) টি	টাঃ ৫৬৫০০-৭৪৪০০(গ্রেড-৩)	
২।	পরিচালক	০৪ (চার) টি	টাঃ ৪৩০০০-৬৯৮৫০(গ্রেড-৫)	
৩।	উপপরিচালক	০৫ (পাঁচ) টি	টাঃ ৩৫৫০০-৬৭০১০(গ্রেড-৬)	
৪।	প্রোগ্রামার	০১ (এক) টি	টাঃ ৩৫৫০০-৬৭০১০(গ্রেড-৬)	
৫।	চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব	০১ (এক) টি	টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০(গ্রেড-৯) টাঃ ৩৫৫০০-৬৭০১০(গ্রেড-৬)	
৬।	সহকারী পরিচালক	০৮ (আট) টি	টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০(গ্রেড-৯)	
৭।	সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	০২ (দুই) টি	টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০(গ্রেড-৯)	
৮।	সহকারী প্রোগ্রামার	০১ (এক) টি	টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০(গ্রেড-৯)	
৯।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১ (এক) টি	টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০(গ্রেড-৯)	
১০।	লাইব্রেরিয়ান	০১ (এক) টি	টাঃ ১৬০০০-৩৮৬৪০(গ্রেড-১০)	
১১।	কম্পিউটার অপারেটর	০২ (দুই) টি	টাঃ ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	
১২।	উচ্চমান সহকারী	০২ (দুই) টি	টাঃ ১০২০০-২৪৬৮০ (গ্রেড-১৪)	
১৩।	ব্যক্তিগত সহকারী	১০ (দশ) টি	টাঃ ১০২০০-২৪৬৮০ (গ্রেড-১৪)	
১৪।	স্টোর কিপার	০১ (এক) টি	টাঃ ১০২০০-২৪৬৮০ (গ্রেড-১৪)	
১৫।	হিসাবরক্ষক	০১ (এক) টি	টাঃ ১০২০০-২৪৬৮০ (গ্রেড-১৪)	
১৬।	ক্যাশিয়ার	০১ (এক) টি	টাঃ ৯৩০০-২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	
১৭।	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৭ (সাত) টি	টাঃ ৯৩০০-২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	
১৮।	গাড়িচালক	০৮ (আট) টি	১৭০৪৫/- সাকুল্যে	(ক) আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসারে পূরণযোগ্য। (খ) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ঢাকায় অবস্থিত বিধায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য ধার্য সাকুল্যে বেতন প্রযোজ্য।
১৯।	জারিকারক	০১ (এক) টি	১৫৮০০/- সাকুল্যে	(ক) আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসারে পূরণযোগ্য। (খ) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ঢাকায় অবস্থিত বিধায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য ধার্য সাকুল্যে বেতন প্রযোজ্য।
২০।	অফিস সহায়ক	১১ (এগার) টি	১৫৫৫০/- সাকুল্যে	(ক) আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসারে পূরণযোগ্য। (খ) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ঢাকায় অবস্থিত বিধায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য ধার্য সাকুল্যে বেতন প্রযোজ্য।
২১।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০২ (দুই) টি		
২২।	নিরাপত্তা প্রহরী	০২ (দুই) টি		
	মোট =	৭৩টি (২৪ টি আউট সোর্সিংসহ)		

২। এই আদেশ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের কপবি/ক:বি:শা:/পপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক আদেশের ভিত্তিতে জারি করা হলো।

৩। উপর্যুক্ত পদ সৃজন প্রস্তাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের, অর্থ মন্ত্রণালয়ের (রাষ্টায়ত্ব প্রতিষ্ঠান-৪ শাখা এবং বাস্তবায়ন-৫ শাখা এর), প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

৪। এই সংক্রান্ত ব্যয় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের জন্য বাজেট বরাদ্দের যথাযথ খাত থেকে নির্বাহ করা হবে।

৫। এতদ্‌সংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান ও আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালনসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

এস.এম. মাসুদুর রহমান
উপসচিব।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

আদেশ

তারিখ : ০৪ চৈত্র ১৪২৪ বঃ/১৮ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ

নং ৫৬.০০.০০০০.০১৯.৩৮.০১৯.১৫-৫৫—আদিষ্ট হয়ে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের জন্য বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে নিম্নোক্ত ছকে উল্লিখিত ১,১১২টি পদ পার্শ্বে বর্ণিত বেতনস্কেলে আদেশ জারির তারিখ হতে ৩১-০৫-২০১৮ পর্যন্ত সৃজনে সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি।

কার্যালয়	পদের নাম	মোট পদ সংখ্যা	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
জেলা কার্যালয়	সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার	৬৪	২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	(ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার বিজ্ঞান বা CSE বা ICT সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী; (খ) নেটওয়ার্কিং এর উপর প্রফেশনাল সার্টিফিকেট থাকতে হবে; (গ) স্ট্যান্ডার্ড এ্যাপটিচুড টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হবে; (ঘ) ITEE বা সমমানের সার্টিফিকেটধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে; এবং (ঙ) কোন পাবলিক পরীক্ষায় ৩য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না।
	অফিস সহায়ক	৬৪	আউটসোর্সিং	অর্থবিভাগ কর্তৃক জারীকৃত আউটসোর্সিং নীতিমালা-২০০৮ অনুযায়ী
	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০৮ (বিভাগীয় সদর জেলায়)		অর্থবিভাগ কর্তৃক জারীকৃত আউটসোর্সিং নীতিমালা-২০০৮ অনুযায়ী
উপজেলা কার্যালয়	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	৪৮৮	৯৩০০-২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	The Computer Personnel (Government and Local Authorities) Recruitment Rules, 1985 অনুযায়ী।
	অফিস সহায়ক	৪৮৮	আউটসোর্সিং	অর্থবিভাগ কর্তৃক জারীকৃত আউটসোর্সিং নীতিমালা-২০০৮ অনুযায়ী
	মোট =	১,১১২ (এক হাজার একশত বার) টি		

শর্তাবলী :

(ক) উল্লিখিত পদসমূহ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সম্মতি রয়েছে;

(খ) বর্ণিত পদসমূহ সৃজনে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে;

(গ) এ বাবদ ব্যয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অনুকূলে বরাদ্দকৃত রাজস্ব বাজেটের সংশ্লিষ্ট বেতন এবং ভাতাদি খাত হতে মিটানো হবে।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

মোছাঃ রুখসানা রহমান
উপসচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৯ চৈত্র ১৪২৪ বঃ/১২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ

নং ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০৩৭.১৫-১২১—জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওস/শিপিং(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের (পূর্বাঞ্চল), চট্টগ্রাম এর অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং বাঃ রেঃ (পূর্ব)-২/২০১০ তারিখ: ২৮-১০-২০১০ মোতাবেক **'সহকারী কেমিস্ট'** এর ০৩(তিন) টি শূন্য পদ পূরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। নিয়োগ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য চীফ পার্সোনেল অফিসার (পূর্ব) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১৫-০৫-২০১১ তারিখের ৪৭০-ই/ননি/২০১০(কমিটি) নং স্মারকের মাধ্যমে গঠিত ৫ (পাঁচ) সদস্যের নিয়োগ কমিটিতে সদস্য ছিলেন; নিয়োগ কমিটির সদস্য হিসেবে **'সহকারী কেমিস্ট'** পদে নিয়োগ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের প্রদত্ত নম্বর পত্র/টেবুলেশন শীট এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের খাতায় প্রাপ্ত নম্বর পরিবর্তন করে অসৎ উদ্দেশ্যে লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য ৩(তিন) জন প্রার্থীকে অবৈধভাবে নিয়োগ লাভে সহযোগিতা করেন;

যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তা মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওএস/শিপিং(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা শাখা হতে গত ২০-০৮-২০১৫ তারিখের ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০৩৭.১৫-১৪৬নং স্মারকে তাঁকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ১৭-০৯-২০১৫ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২০-১০-২০১৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওএস/ শিপিং(চঃদাঃ), পাহাড়তলী চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম জানান যে, **'সহকারী কেমিস্ট'** পদে নিয়োগ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের প্রদত্ত নম্বর পত্র/টেবুলেশন শীট এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের খাতায় প্রাপ্ত নম্বর পরিবর্তন করে অসৎ উদ্দেশ্যে লিখিত পরীক্ষার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন না এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বে লিখিত পরীক্ষা বা অন্য কোন বিষয়ে তার কোন সংশ্লিষ্টতা ছিল না;

যেহেতু, জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওএস/শিপিং (চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ রেলওয়ে **'সহকারী কেমিস্ট'** পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব আশরাফুজ্জামান, উপসচিব (সংযুক্ত) অডিট শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়'কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। উক্ত তদন্ত কর্মকর্তা গত ১৬-০৩-২০১৬ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন নথিতে উপস্থাপন করা হলে পুন:তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে জনাব মোঃ আরিফুর রহমান অপু, অতি:সচিব (বাজেট), রেলপথ মন্ত্রণালয়কে নিয়োগ করা হয়। উক্ত তদন্ত কর্মকর্তা গত ০১-০২-২০১৭ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন নথিতে উপস্থাপন করা হলে পুন:তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে জনাব আ.ক.ম শহীদুর রহমান অতি:সচিব (বাজেট), রেলপথ মন্ত্রণালয়কে নিয়োগ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি গত ২৮-১২-২০১৭ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

যেহেতু, তদন্তকালে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ, রেকর্ডপত্র, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও জবানবন্দী, সাক্ষ্য, সরকার পক্ষের মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তার বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পর্যালোচনা পূর্বক তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওএস/শিপিং(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১(চঃদাঃ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম (বর্তমানে একই পদে কর্মরত) এর বিরুদ্ধে আনীত বাংলাদেশ রেলওয়ের **'সহকারী কেমিস্ট'** পদে নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম বা অবৈধ কার্যকলাপ বা যোগসাজস তথা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (Misconduct) প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওএস/শিপিং(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১ (চঃদাঃ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' (Misconduct) এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০১২.১৪-১২৩—জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা, প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম এর অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং বাঃ রেঃ (পূর্ব)-২/২০১০ তারিখ: ২৮-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখ মোতাবেক **"টুল কিপার"** পদে ০৮ (আট) টি শূন্য পদ পূরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। নিয়োগ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে চীফ পার্সোনেল অফিসার (পূর্ব), স্বাক্ষরিত ১৫-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখের ৪৭০-ই/ননি/২০১০ (কমিটি) নং স্মারকের মাধ্যমে ৫(পাঁচ) সদস্যের নিয়োগ কমিটিতে সদস্য ছিলেন; নিয়োগ কমিটির সদস্য হিসেবে নিয়োগ কমিটির সদস্যদের পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য ৪(চার) জন প্রার্থীকে অবৈধভাবে নিয়োগ লাভে সহযোগিতা করেন;

যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তা মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওএস/শিপিং(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা শাখা হতে গত ১৬-০৯-২০১৫ তারিখের ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০১২.১৪-১৫৬নং স্মারকে তাঁকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়।

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৩-০৯-২০১৫ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২০-১০-২০১৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওএস/শিপিং(চঃদাঃ), পাহাড়তলী চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম জানান যে, **'টুল কিপার'** পদে নিয়োগ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের প্রদত্ত নম্বর পত্র/টেবুলেশন শীট এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের খাতায় প্রাপ্ত নম্বর পরিবর্তন করে অসৎ উদ্দেশ্যে লিখিত পরীক্ষার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন না এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বে লিখিত পরীক্ষা বা অন্য কোন বিষয়ে তার কোন সংশ্লিষ্টতা ছিল না।

যেহেতু, জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওএস/শিপিং (চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ রেলওয়ে টিকেট ইস্যুয়ার পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব আশরাফুজ্জামান, উপ-সচিব (সংযুক্ত) অডিট শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়'কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। উক্ত তদন্ত কর্মকর্তা গত ১৬-০৩-২০১৬ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন নথিতে উপস্থাপন করা হলে পুন:তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে জনাব মোঃ আরিফুর রহমান অপু, অতি:সচিব (বাজেট), রেলপথ মন্ত্রণালয়কে নিয়োগ করা হয়। উক্ত তদন্ত কর্মকর্তা গত ০১-০২-২০১৭ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন নথিতে উপস্থাপন করা হলে পুন:তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে জনাব আ.ক.ম শাহীদুর রহমান অতি:সচিব (বাজেট), রেলপথ মন্ত্রণালয়কে নিয়োগ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি গত ২৮-১২-২০১৭ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

যেহেতু, তদন্তকালে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ, রেকর্ডপত্র, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও জবানবন্দী, সাক্ষ্য, সরকার পক্ষের মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তার বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওএস/ শিপিং(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১(চঃদাঃ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম (বর্তমানে একই পদে কর্মরত) এর বিরুদ্ধে আনীত বাংলাদেশ রেলওয়ের **'টুল কিপার'** পদে নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম বা অবৈধ কার্যকলাপ বা যোগসাজশে তথা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (Misconduct) প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওএস/শিপিং(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১ (চঃদাঃ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' (Misconduct) এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০১১.১৪-১২২—জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওএস/শিপিং(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১(চঃদাঃ) পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের (পূর্বাঞ্চল) চট্টগ্রাম এর অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং বাঃ রেঃ (পূর্ব)-২/২০১০ তারিখ: ২৮-১০-২০১০ মোতাবেক **'টিকেট ইস্যুয়ার'** এর ৩(তিন) টি শূন্য পদ পূরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য চীফ পার্সোনেল অফিসার (পূর্ব), কর্তৃক স্বাক্ষরিত ২৫-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখের ৪৭০-ই/ননি/২০১০ (কমিটি) নং স্মারকের মাধ্যমে গঠিত ৫(পাঁচ) সদস্যের নিয়োগ কমিটিতে সদস্য ছিলেন; নিয়োগ কমিটির সদস্য হিসেবে **'টিকেট ইস্যুয়ার'** পদে নিয়োগ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের প্রদত্ত নম্বর পত্র/টেবুলেশন শীট এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের খাতায় প্রাপ্ত নম্বর পরিবর্তন করে অসৎ উদ্দেশ্যে লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য ২(দুই) জন প্রার্থীকে অবৈধভাবে নিয়োগ লাভে সহযোগিতা করেন;

যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তা মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওএস/শিপিং(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা শাখা হতে গত ১৯-০৮-২০১৫ তারিখের ৫৪.০০.০০০০. ০২৩.২৭.০১১.১৪-১৩০নং স্মারকে তাঁকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়।

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ০২-০৯-২০১৫ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০১-১০-২০১৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওএস/শিপিং(চঃদাঃ), পাহাড়তলী চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম জানান যে, **'টিকেট ইস্যুয়ার'** পদে নিয়োগ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের প্রদত্ত নম্বর পত্র/টেবুলেশন শীট এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের খাতায় প্রাপ্ত নম্বর পরিবর্তন করে অসৎ উদ্দেশ্যে লিখিত পরীক্ষার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন না এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বে লিখিত পরীক্ষা বা অন্য কোন বিষয়ে তার কোন সংশ্লিষ্টতা ছিল না।

যেহেতু, জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওএস/শিপিং (চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ রেলওয়ে টিকেট ইস্যুয়ার পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব আশরাফুজ্জামান, উপ-সচিব (সংযুক্ত) অডিট শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়'কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। উক্ত তদন্ত কর্মকর্তা গত ১৬-০৩-২০১৬ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন নথিতে উপস্থাপন করা হলে পুন:তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে জনাব মোঃ আরিফুর রহমান অপু, অতি:সচিব (বাজেট), রেলপথ মন্ত্রণালয়কে নিয়োগ করা হয়। উক্ত তদন্ত কর্মকর্তা গত ০১-০২-২০১৭ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন নথিতে উপস্থাপন করা হলে পুন:তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে জনাব আ.ক.ম শাহীদুর রহমান অতি:সচিব (বাজেট), রেলপথ মন্ত্রণালয়কে নিয়োগ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি গত ২৮-১২-২০১৭ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

যেহেতু, তদন্তকালে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ, রেকর্ডপত্র, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও জবানবন্দী, সাক্ষ্য, সরকার পক্ষের মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তার বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওএস/ শিপিং(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/ পি-১(চঃদাঃ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম (বর্তমানে একই পদে কর্মরত) এর বিরুদ্ধে আনীত বাংলাদেশ রেলওয়ের **'টিকেট ইস্যুয়ার'** পদে নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম বা অবৈধ কার্যকলাপ বা যোগসাজশে তথা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (Misconduct) প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওএস/শিপিং(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১ (চঃদাঃ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' (Misconduct) এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০৩৮.১৫-১২৪—জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম (চঃদাঃ), বর্তমানে ডিসিওএস/শিপিং, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম (চঃ দাঃ) হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের (পূর্বাঞ্চল) সিআরবি, চট্টগ্রাম এর অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং বাঃ রেঃ (পূর্ব)-২/২০১০ তারিখ: ২৮-১০-২০১০ খ্রিঃ মোতাবেক 'ফুয়েল চেকার' পদে ০৪ (চার) টি শূন্য পদ পূরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। নিয়োগ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য চীফ পার্সোনেল অফিসার/পূর্ব, পক্ষে মহাব্যবস্থাপক/পূর্ব, কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১৫-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখের ৪৭০-ই/ননি/২০১০ (কমিটি) নং স্মারকের মাধ্যমে গঠিত ৫(পাঁচ) সদস্যের নিয়োগ কমিটিতে সদস্য ছিলেন; নিয়োগ কমিটির সদস্য হিসেবে **'ফুয়েল চেকার'** পদে নিয়োগ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের প্রদত্ত নম্বর পত্র/টেবুলেশন শীট এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের খাতায় প্রাপ্ত নম্বর পরিবর্তন করে অসৎ উদ্দেশ্যে লিখিত পরিক্ষায় অকৃতকার্য ২(দুই) জন প্রার্থীকে অবৈধভাবে নিয়োগ লাভে সহযোগিতা করেন;

যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তা মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওএস/শিপিং(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা শাখা হতে গত ২০-০৮-২০১৫ তারিখের ৫৪.০০.০০০০. ০২৩.২৭.০৩৮.১৫-১৪৭নং স্মারকে তাঁকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়।

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ১৭-০৯-২০১৫ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২০-১০-২০১৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওএস/ শিপিং(চঃদাঃ), পাহাড়তলী চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/ পি-১(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম জানান যে, **'ফুয়েল চেকার'** পদে নিয়োগ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের প্রদত্ত নম্বর পত্র/টেবুলেশন শীট এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের খাতায় প্রাপ্ত নম্বর পরিবর্তন করে অসৎ উদ্দেশ্যে লিখিত পরীক্ষার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন না এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বে লিখিত পরীক্ষা বা অন্য কোন বিষয়ে তার কোন সংশ্লিষ্টতা ছিল না।

যেহেতু, জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওএস/শিপিং (চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ রেলওয়ের **'ফুয়েল চেকার'** পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব আশরাফুজ্জামান, উপ-সচিব (সংযুক্ত) অডিট শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়'কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। উক্ত তদন্ত কর্মকর্তা গত ১৬-০৩-২০১৬ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন নথিতে উপস্থাপন করা হলে পুন:তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে জনাব মোঃ আরিফুর রহমান অপু, অতি:সচিব (বাজেট), রেলপথ মন্ত্রণালয়কে নিয়োগ করা হয়। উক্ত তদন্ত কর্মকর্তা গত ০১-০২-২০১৭ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন নথিতে উপস্থাপন করা হলে পুন:তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে জনাব আ.ক.ম শাহীদুর রহমান অতি:সচিব (বাজেট), রেলপথ মন্ত্রণালয়কে নিয়োগ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি গত ২৮-১২-২০১৭ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

যেহেতু, তদন্তকালে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ, রেকর্ডপত্র, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও জবানবন্দী, সাক্ষ্য, সরকার পক্ষের মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তার বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওএস/ শিপিং(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১(চঃদাঃ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম (বর্তমানে একই পদে কর্মরত) এর বিরুদ্ধে আনীত বাংলাদেশ রেলওয়ের **'ফুয়েল চেকার'** পদে নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম বা অবৈধ কার্যকলাপ বা যোগসাজশে তথা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (Misconduct) প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিসিওএস/শিপিং(চঃদাঃ), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম প্রাক্তন ডিসিওএস/পি-১(চঃদাঃ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' (Misconduct) এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৩ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৬.০৮৫.০১৮.০১.০০.০০৬.২০১১(অংশ-২)-১৯৬—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬-এর ৬(১)(ক) ও ৬(৩) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বেগম রোকসানা কাদের, অতিরিক্ত সচিব (পাস), স্থানীয় সরকার বিভাগ-কে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১০ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.০১১.০৪১.২০১৭-২১২—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬-এর ৬(১)(খ) ও ৬(৩) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব মোঃ মনির উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ-কে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে চট্টগ্রাম ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ করা হলো। তিনি পূর্বের সদস্য জনাব মোঃ এখলাছুর রহমান (৭৩৩৩), অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ এর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিম
উপসচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ বৈশাখ ১৪২৫/০৮ মে ২০১৮

নং **৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১০৯.১৪(অংশ)-১৭৮—**১৯৬৮ ইং সালের (১৪ নং আইন) (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০ নং ধারার (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ "সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ" হিসেবে ঘোষণা করা হলো:

ক্রমিক	প্রত্নসম্পদের অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ		জমির পরিমাণ (একরে)	মালিকানা	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজা ও খাতিয়ান নং	দাগ নং				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	হরিপুর জমিদার বাড়ি গ্রাম- বড় হরিপুর ইউনিয়ন-হরিপুর উপজেলা- নাসিরনগর জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১২৬ নং হরিপুর মৌজা	-	-	সরকারী দখলে-২.৪৪ একর ব্যক্তিমালিকানা-০.৯২ একর	সম্মত	
		৮০৩	১৭০৭	০.০৭ একর			
			১৭০৮	০.১৫ ,,			
			১৭০৯/৫৫৭৩	০.৩১ ,,			
		৮০৪	১৭০৭	০.০৭ ,,			
			১৭০৮	০.১৪ ,,			
			১৭০৯/৫৫৭৩	০.৬১ ,,			
		২২৬২	১৭০৯	১.০৫ ,,			
			১৭১০	০.০৮ ,,			
		১৯৫৪	২৭২২	০.৮৮ ,,			
		সর্বমোট জমির পরিমাণ=		৩.৩৬ একর			

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ছানিয়া আক্তার
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
(সরকারি মাধ্যমিক-৩)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৫ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০১.০০১.১৮-৫২৬—২৫ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/ ১২ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ তারিখ হতে নিম্নবর্ণিত ০৩(তিন)টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করা হলো :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১.	পঞ্চখন্ড হরগোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয়, বিয়ানীবাজার, সিলেট
২.	এম. সি. একাডেমী (মাহমুদ চৌধুরী একাডেমী), গোলাপগঞ্জ, সিলেট
৩.	জামিলা আইনুল আনন্দ বিদ্যালয় ও কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

২। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কর্মরত কোন শিক্ষক অন্যত্র বদলি হতে পারবেন না।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লুৎফুন নাহার
উপসচিব।

[একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত পত্র]

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

(সরকারি মাধ্যমিক-৩)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২১ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.১৮.০০২.১৭(অংশ-২)-৬০৪—২১ মে, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/০৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ তারিখ হতে নিম্নবর্ণিত ২৩(তেইশ)টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করা হলো :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১.	ছাতক বহুমুখী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, ছাতক, সুনামগঞ্জ
২.	জামতৈল ধোপাকান্দি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ
৩.	পাংশা জর্জ পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, পাংশা, রাজবাড়ী
৪.	গজারিয়া পাইলট মডেল হাই স্কুল, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ
৫.	বোরহানউদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বোরহানউদ্দিন, ভোলা
৬.	সাবের মিয়া জসিমুদ্দীন (এস. জে) মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ
৭.	গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গাংনী, মেহেরপুর
৮.	বদলগাছী মডেল পাইলট হাই স্কুল, বদলগাছী, নওগাঁ
৯.	শালদীঘা গোপাল গোপীনাথ উচ্চ বিদ্যালয়, খালিয়াজুড়ি, নেত্রকোণা
১০.	জাহাঙ্গীরপুর টি. আমিন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, মদন, নেত্রকোণা
১১.	কলারোয়া জি. কে. এম. কে পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলারোয়া, সাতক্ষীরা
১২.	কটিয়াদি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ
১৩.	কাসিম আলী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট
১৪.	ত্রিশাল নজরুল একাডেমী, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
১৫.	বেগম রোকেয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বড়াইগ্রাম, নাটোর
১৬.	দামুড়হুদা পাইলট হাই স্কুল, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা
১৭.	কাহালু মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, কাহালু, বগুড়া
১৮.	কোম্পানীগঞ্জ থানা সদর মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট
১৯.	রাজৈর গোপালগঞ্জ কে জে এস পাইলট মডেল ইনস্টিটিউশন, রাজৈর, মাদারীপুর
২০.	রৌমারী সি জি জামান উচ্চ বিদ্যালয়, রৌমারী, কুড়িগ্রাম
২১.	পাগলা মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজ, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ
২২.	নবীগঞ্জ, জে. কে. মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
২৩.	বানিয়াজান সি.টি. পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, আটপাড়া, নেত্রকোণা

২। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কর্মরত কোন শিক্ষক অন্যত্র বদলি হতে পারবেন না।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লুৎফুন নাহার
উপসচিব।